মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশ

বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত প্রতিক্রিয়ায় দলের পূর্ণগঠন, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলকে সক্ষমতা অর্জনের প্রত্যয়ে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশর আয়োজন করা হয় ।

বৃহস্পতিবার (২৩ শে জানুয়ারি) চারটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে কেদারগঞ্জ বাজার এই কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি বলেন, আপনারা দীর্ঘ ১৭টি বছর লড়াই সংগ্রাম করেছেন। একটি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। একটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, সেই সংগ্রাম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনারা নতুন বাংলাদেশের প্রবেশ করেছেন।

এ সময় তিনি আরো বলেন আজকে মুজিবনগর উপজেলার অন্তর্গত যেসব ইউনিয়ন, ওয়ার্ড কমিটি গুলো আছে সেই সব কমিটিকে আমি এই মুহূর্তে বিলুপ্ত ঘোষণা করলাম।

কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, গত বুধবারে উনি যে কথাটা বলেছেন খুবই আপত্তিকর কথা। উনি বলেছেন তিন টাকার কমিটি, তিন টাকার কমিটি মানে উনি তারেক রহমানকে অবজ্ঞ করা হয়েছে। তারেক রহমানকে অবজ্ঞা করলে আমরা তাকে কেউ ছাড়বো না।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল-হক, আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ

সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপুসহ বিএনপির নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার আদর্শের মানুষ। আমরা পিছ পা হতে জানিনি সেই কারনে আগামী দিনে যদি কমেটি নিয়ে কোনো বাজে কথা বলা হয় আপনি কালকে কমিটি ভেঙে নিয়ে আসবেন মুজিবনগরের মানুষ আপনার নেতৃত্বে বিএনপি করবে । আপনি আগামী দিনে মনোনয়ন নিয়ে আসবেন আমরা আপনাকে নির্বাচন করে পার্লামেন্টে পাঠাবো। এই পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তার আগে বিভ্রান্ত কর কোন কথা বলবেন না। তার আগে কোন অরুচিশীল কথা বলবেন না। বিএনপিকে খাটো করে দেখবেন না এটাই আমি মুজিবনগরের কর্মীসভা থেকে আহ্বান করে জানাচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুজিবনগর উপজেলার যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

ঝিনাইদহে বিএনপি ও আ.লীগ কর্মীদের সংঘর্ষে আহত ৩

ঝিনাইদহে ওয়াজ মাহফিলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে। এ সময় বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার সোনাইখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বিএনপির কর্মী রজব আলী মণ্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ও কামিরুল মণ্ডল। তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীর উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল আয়েজনের প্রস্তুতি চলছে কয়েকদিন ধরে। এই ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি হওয়ার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ

নেতা মিন্টু খাঁ চেষ্টা করে। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতার্মীরা হস্তক্ষেপ করে। তারা মসজিদেও ইমামকে সভাপিত বানাতে চায়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার সকালে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোর্য়াদ্দার ও ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সোনাইখালী গ্রামের বিএনপি কর্মী রজব আলী মণ্ডলসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। অভিযোগের বিষয়ে জানতে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোয়াদ্দারের মোবাইলে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁ দাবি করেন, আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই গ্রামে হামলার ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জীবননগর উপজেলা শাখা জাসদের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাসদ জীবননগর উপজেলা শাখার কর্মী সম্মেলন মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি মো. আব্দুর রশিদ।

জীবননগর শাপলাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদ কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু।

প্রধান অতিথি তার বক্তেব্যে বলেন, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ আজ দিশেহারা। অনেকেই অর্ধাহারে অনাহারে দিন পার করছেন।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কিৃষতে ব্যপক প্রভাব পড়েছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেক বেশি। উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে কৃষক আসল টাকা পাবেনা বলে আশংকা করছেন।

কৃষক সমাজকে বাঁচাতে অতি দ্রুত জ্বালানি তেলের মূল্য পূন নির্ধারণ করা হোক। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটারদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা বাঙালি জাতীর।

অতীতের নির্বাচনের ধারাবাহিকতা আর যেন না হয়। এ লক্ষে গণতন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে শরিক হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদ চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম। বাংলাদেশ জাসদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর রহমান, জীবননগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো. হযরত আলী, জাসদ নেতা মিলন মল্লিক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট পাটির জীবননগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রাজেদুল ইসলাম।

সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন নাজমুল ইসলাম মন্টু। সভার সঞ্চালক ছিলেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হারুন অর রশিদ।

কর্মী সম্মেলনে আব্দুর রশিদকে সভাপতি তারিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক ও নাজমুল ইসলাম মন্টুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৯ সদস্যের জীবননগর উপজেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কোন পথে হাঁটবে শিশুরা?

ছোট বেলা থেকেই বড়দের বলতে শুনেছি, ‘আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’। তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ‘ভ’ বর্ণটা কেবল স্লেটে লেখা শিখেছি। কিন্তু প্রগাঢ় রূপে বোঝার সুযোগ হয়নি।

ভূমিষ্ঠকালীন ব্যক্তির প্রাথমিক রূপ শিশু (ঈযরষফ)। শিশু হিসেবে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে সেই চিহ্নিত হয়ে আছে যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত

হয়নি কিংবা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেনি। ইউনিসেফ’র শিশুসনদে আছে ০-১৮ নিচে বয়স এমন সকলেই শিশু। জীববিজ্ঞানের ভাষায় – মনুষ্য সন্তানের জন্ম এবং বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী মায়ের মাতৃগর্ভে ভ্রুণ আকারে অ-ভূমিষ্ঠ সন্তানই শিশু। এই শিশুদের জন্য প্রতি বছর স্বীকৃত একটা বিশেষ দিনও থাকে, যাকে আমরা বলি শিশু দিবস।

১৯২৫ সালে শিশু কল্যাণ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের সময় জেনেভাতে প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। শিশু দিবস বাচ্চাদের সম্মানে প্রতিবছর পালিত একটি স্মরণীয় দিন। প্রতিটি দেশের সিদ্ধান্তানুসারে দিনটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৭ মার্চ শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১ জুন ১৯৫০ সাল থেকে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট এবং উত্তর-পূর্ববর্তী কমিউনিস্ট দেশগুলিতে দিনটি উদযাপিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর ইউএন-ইউনাইটেড নেশন(টঘ) জেনারেল অ্যাসেমব্লির মাধ্যমে শিশু অধিকারের ঘোষণার স্মরণে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।

শিশু দিবস পালন করার যথার্থ মর্ম আমরা কতটুকু বুঝি? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখি? আমার ঘরের শিশুটি কতটুকু নিরাপদ? সে কি নিজেকে বিকশীত কিংবা মুক্তমনা করতে পারছে? শতাংশের অবস্থানে দেখা যাবে অর্ধেকেরও নিচে বসবাস আমাদের। তার একটা বিশেষ কারণও আছে। শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠা আগামীর অগ্রদূত নিজের মতো বাঁচতে শেখার আগেই ঘটে বড় বিপত্তি।

একটা শিশুর জন্মের পর তাকে দেখতে আসা শুভাকাক্সিক্ষরা প্রথমে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, মণি/বাবু তোমাকে কিন্তু চাচার মতো হতে হবে। কেউ বলেন তোমাকে নানার মতো হতে হবে, আবার কেউবা বলেন খালার মতো হতে হবে। মা-বাবার সামাজিক অবস্থান যদি অন্যের কাছে অর্থভান্ডার/জ্ঞানভান্ডার উত্তমরূপে প্রকাশ পায় তবে কেউ কেউ মা- বাবার মতোও হতে বলেন। চলমান এ অবস্থার রূপকার কিন্তু আমরা নিজেরা। এখন বিষয় হলো শিশুটা কোথায় যাবে? কোন পথে হাঁটবে? আমরা সর্বদা আমাদের ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, নিজের অপ্রাপ্তি, নিজের অতৃপ্ত বা অঙ্কিত স্বপ্নকে চাপিয়ে দিয়ে থাকি সন্তানের উপর।

এক সেকেন্ডের জন্য কখনও ভেবে দেখি না আমার সন্তান কি চায়। এ যেন বৃহৎ বটের চারাকে পাঁচ ফুটের টবে রোপন করার মতো। বর্তমানে আরও একটি বড় সংক্রমিত রোগ হলো এ-প্লাস পাওয়া। শুধু এ-প্লাস পেলেই

চলবে না পেতে হবে গোল্ডেন। কারণ শুধু এ-প্লাস রূপা ধাতুর মতো, মূল্য কম, কিন্তু গোল্ড অনেক মূল্যবান ধাতু তাই ওটাতেই জীবনের তীর বিঁধাতে হবে। নিশানা আবার শিক্ষার্থীর থেকে বেশি থাকে বাবা- মায়ের। প্রথম শ্রেণির আগে থেকেই শুরু হয়ে পারিবারিক এই রঙিন স্বপ্নের, যার সমাপ্তি হয় বিদেশগমন, কাক্সিক্ষত চাকরী কিংবা অকাল মৃত্যু দেখে।

কিছুটা যান্ত্রিক জীবন চক্রের মতো। কথা গুলোর মানে আবার এমন নয় গোল্ডেন এ-প্লাস পাওয়া ভালো নয়। তবে এটাও সত্য গোল্ডেন এ-প্লাস জীয়নকাঠি নয়। আজও বাংলাদেশে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণে ১১.৮% ছেলে-মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়(তথ্য সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ০২ জুন, ২০২০)। অকৃতকার্যরা কি আমাদের চোখে অন্য গ্রহের? ফল প্রকাশের পর আমাদের তর্জনী কিন্তু অকৃতকার্যদেরই নির্দেশ করে এবং পঞ্চকানে পৌঁছে দিতে সংবাদ দৌঁড়মারে।

নিশ্চিয়ই সংখ্যা শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। সংখ্যা হলো পরিমাপের একটি বিমূর্ত ধারণা আবার সংখ্যা প্রকাশের প্রতীকগুলিকে বলা হয় অঙ্ক। অর্থাৎ বিমূর্ত ধারণাটাই জীবনের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান। গণনার ইতিহাস থেকে গণনার কয়েকটি পদ্ধতি জানা যায়। যেমন- মিশরীয় গণনা পদ্ধতি, ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি, গ্রীক ও রোমান পদ্ধতি, মায়া সভ্যতার গণনা পদ্ধতি, আধুনিক পদ্ধতি।

এসব পুস্তকবদ্ধ পদ্ধতির বাইরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা আবার অভিভাবক পদ্ধতি চালু করেছি। যেখানে আপনার প্রিয় সন্তানকে শ্রেণির প্রথম হতে হবে আর পরীক্ষার খাতায় একশতে একশ নতুবা নব্বইয়ের ঘরে নম্বর তুলতেই হবে। এ যেন চ্যবনপ্রাশ, খেলেই কাশি বিনাশ। আবার ৮০% বা ৯০% ছুঁতে না পারলে সোনার-এ প্লাস/ এ প্লাস মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। তখন অভিভাবকের কি হবে? কে দেবেন সান্তনা? এ শোক তো শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার নয়। আমার পরিবারও কিন্তু এমন চরিত্রের বাইরে নয়। মূলত এটা বোধশক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গির বিষয়।

“ যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি, আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতি নদী”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও বলে দেয় শিশুরা ওদের ইচ্ছা মত করে বাঁচতে চায়। আপনিতো অভিভাবক অর্থাৎ শিশুর মঙ্গলকামনাকারী, চিন্তক এবং পথ নির্দেশক। ওকে চার দেওয়ালের গন্ডিতে বাঁধবেন না। ওকে বলবেন রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে হাঁটতে হয়, কখনও সে ডান পাশে

যাবে না। ক্লাসের ‘সেরা’ শব্দ দখল করতে বইয়ের বোঝা পিঠে চাপাবেন না। সাঁতার কাটাতে শেখান, ডুববে না। কাদা-মাটি মাখুক, মন নোংড়া হবে না। গল্পে গল্পে বাংলার ইতিহাস জানান, শেকড়ের টান বিনষ্ট হবে না।

মাঝে মাঝে গ্রামীণ পরিবেশে নিয়ে যান, দেখবেন সে কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, গাছ, মাছ, পশু, পাখি সহ পরিবেশকে ভালোবাসতে শিখবে। নিয়মিত প্রার্থনালয়ে নিয়ে যান, কখনও সে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি হিংসা, অশ্রদ্ধা শিখবে না। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করুন, বিপথ উঁকি দেবে না। সাইকেল চালাতে শেখান, আপনার সন্তান পিছিয়ে থাকবে না। লেখ্য, কথ্য, আঞ্চলিক যা হোক বাংলা ভাষা শেখান, সে ইংরেজিতে গালা গাল দেবে না।

শিশুর সামনে শিক্ষামূলক কিছু দেখুন, ভবিষ্যতে শিশুটি মোবাইলে গেম কিংবা অলীক স্বপ্নে ভাসবে না। আপনি ওর মতামত শুনুন, নৈতিক শিক্ষা দিন দেখবেন কখনও সে আপনাকে মেরে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না। ভুল করলে শিশুর গায়ে আঘাত না করে সঠিকটা উপস্থাপন করুন। আপনার কাছে আকাশের রং নীল হলেও শিশুর কাছে কালো, লাল বা অন্য যেকোন রং হতে পারে। কারণ আকাশটা শিশু দেখছে, আপনি নন। ওর চোখে নিজের চোখ মেলাবেন না।

আমাদের দেশে আজও বহু সুস্থ শিশু জন্মায়, কিন্তু বেশির ভাগ শিশু একটা সময় পরিবার ও সমাজের কারণে রূপান্তরিত হয় মানসীক প্রতিবন্ধীতে। শিশুর মনের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে তার মন জগতের স্তরকে ধ্বংস করা আর এর দায় বহন কিন্তু আমাদের সকলকে করতে হবে। ভেবে দেখুন দায় মুক্ত হবেন, নাকি দায়ের ভারে সারাটা জীবন ঋণী থাকবেন? সমাধানের পথ নির্বাচন নিজেকেই করতে হবে।

উন্নয়ন কর্মী
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ